তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯৫৯

**শান্তির পৃথিবী গড়ার হাতিয়ার সাহিত্যচর্চা**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

জাতিগত সংঘাত ও মানুষে মানুষে লড়াই বন্ধ করে শান্তির পৃথিবী গড়তে সাহিত্যচর্চাকে অনন্য হাতিয়ার বলে উল্লেখ করেছেন তথ্যমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ বিকেলে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে দেশের ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য সংগঠন 'বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব' আয়োজিত '৩১ শে ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক লেখক দিবস' উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে শহীদ মিনারে পুষ্পার্পণের পর প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে আমরা ক্রমাগত যন্ত্রে রূপান্তরিত হচ্ছি, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছি। এই প্রেক্ষাপটে মানুষের মানবিকতা সংরক্ষণের জন্য সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চাবৃদ্ধি প্রয়োজন।

ড. হাছান বলেন, গত শতকে মানুষ চাঁদে পৌঁছেছে, এই শতকে মঙ্গল গ্রহে পৌঁছানোর চেষ্টায় রত। এই পৃথিবীতে ক্ষুধা-দারিদ্র্য থাকার কথা নয়। কিন্তু এখনও বিশ্বে প্রতি ১০ জনে ৫ জন খাবার নষ্ট করে আর ৪ জন ভরপেট খাবার পায় না। এ অশান্তি দূর করতে লেখক দিবসের স্লোগান 'শান্তির পৃথিবী চাই' অত্যন্ত সময়োপযোগী।

সেই সাথে 'বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ চাই' স্লোগানটি এই দিবসে যুক্ত করায় রাইটার্স ক্লাবকে অভিনন্দন জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে তাঁর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ অদম্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। আমরা ইতোমধ্যেই ক্ষুধাকে জয় করেছি, দারিদ্র্যাকেও পেছনে ফেলে এগিয়ে চলছি।

জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে শুধু অর্থনৈতিকভাবে উন্নত রাষ্ট্রই নয়, জাতিগতভাবেও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চান। আর সেই ক্ষেত্রে কবি- লেখক- সংস্কৃতিকর্মীদের ভূমিকা অনন্য।

বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাবের সভাপতি ও জাতিসত্তার কবি হিসেবে খ্যাত কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার সভাপতিত্বে কবি ও লেখকদের মধ্যে সাবেক এমপি কাজী রোজী, স ম শামসুল আলম, ঝর্ণা রহমান, নাহিদা আশরাফী, রাইটার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদ আহমেদ দুলাল, সোহাগ সিদ্দিকী, রিশাদ হুদা, জাহাঙ্গীর ফিরোজ, নাহার ফরিদ খান, নাসিমা রহমান শিউলি, নূরিতা নূসরাত, নাসরিন ইসলাম প্রমুখ অনুষ্ঠানে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে শান্তির শপথে হাত উত্তোলন করেন সকলে।

#

আকরাম/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯৫৮

**বিদায়ী ও নব-নিয়োগপ্রাপ্ত সচিবকে সংবর্ধনা জানালেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

আজ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সদ্য যোগদানকৃত সচিব শেখ ইউসুফ হারুনকে বরণ ও সদ্য অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সচিব ফয়েজ আহম্মদের বিদায় উপলক্ষে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

প্রতিমন্ত্রী বিদায়ী সচিব ও নব-নিয়োগপ্রাপ্ত সচিবকে ফুল দিয়ে সংবর্ধনা জানান।

প্রতিমন্ত্রী এ সময় বিদায়ী সচিবের দক্ষতা, সততা, আন্তরিকতা ও কর্মনিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এছাড়া সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত সচিব শেখ ইউসুফ হারুনও ভবিষ্যতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কাজকে আরো গতিশীলতার সাথে এগিয়ে নেবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান-সহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

#

শিবলী/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/১৯৩০ ঘণ্টা

Handout Number : 4957

**Nahida Sobhan appointed Ambassador to Jordan**

Dhaka, December 31:

The Government has decided to appoint Nahida Sobhan, currently serving as the Director General of United Nations Wing in the Ministry of Foreign Affairs, as the new Ambassador of Bangladesh to Jordan. She is the first female Ambassador of Bangladesh to be posted in the Middle East region.

Ambassador designate Ms. Sobhan is a career foreign service officer, belonging to 15th batch of Bangladesh Civil Service (BCS) Foreign Affairs cadre. In her distinguished diplomatic career, Ms. Sobhan served in various capacities at Bangladesh Missions in Rome, Kolkata and Geneva.

Nahida Sobhan obtained her Master of Arts (MA) degree in English Literature from Dhaka University. She was trained in Public International Law at the Hague Academy of International Law in the Netherlands and obtained Diploma in International Relations from the Institute of Public Administration of Paris in France. She is fluent in French, English and Bangla.

She is married and blessed with two children.

#

Khadiza/Mahmud/Sanjib/Salim/2019/19.20 Hrs.

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯৫৬

সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্যমন্ত্রী

**আগামীকাল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, আগামীকাল পহেলা জানুয়ারি সকাল ১০টায় মাসব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২০ এর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মন্ত্রী আজ ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা মাঠে অস্থায়ী মেলা সচিবালয়ে মাসব্যাপী মেলার উদ্বোধনের প্রাক্কালে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন। এ সময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দিন, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান ফাতেমা ইয়াসমিন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) ওবায়দুল আজম এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, ৩২ একর জমির উপর নতুর রুপে সাজানো হয়েছে এবারের ২৫তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা। মেলার মেইন গেইট সাজানো হয়েছে জাতীয় স্মৃতি সৌধের আদলে, সাথে থাকবে পদ্মা সেতুর মডেল। মেলায় আগত দেশি-বিদেশি অংশগ্রহণকারী এবং দর্শনার্থীদের জন্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ২০২১ সালে বাংলাদেশের রপ্তানি ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারণ করে সরকার এগিয়ে যাচ্ছে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হবে। ২০২৭ সালের পর বাংলাদেশ আর এলডিসি দেশের সুবিধা ভোগ করতে পারবে না। সে জন্য বিভিন্ন দেশের সাথে এফটিএ এবং পিটিএ করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এবার মেলার প্রবেশ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে প্রাপ্ত বয়স্ক ৪০ টাকা এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ২০ টাকা। টিকেটের ২৫ ভাগ অনলাইনে পাওয়া যাবে। খাবার দোকানগুলোতে মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। অনলাইনে মেলার সকল তথ্য পাওয়া যাবে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯.৩০ মিনিট পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য মেলা খোলা থাকবে। যানবাহন পার্কং-সহ মেলায় সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।

#

বকসী/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/১৮৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯৫৫

**বাংলাদেশি মিশনসমূহকে আরো প্রবাসীবান্ধব হতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশনা**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন আজ বিদেশস্থ বাংলাদেশের মিশনপ্রধানদের কাছে লেখা এক পত্রে মিশনসমূহকে আরো প্রবাসীবান্ধব হওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন। মিশনসমূহে কনস্যুলার সেবা প্রদানে অধিকতর মনোযোগী হয়ে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখারও নির্দেশ দেন তিনি।

ড. মোমেন কনস্যুলার সেবার মানোন্নয়ন এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের সেবা প্রদানে মিশনসমূহের যে কোনো মতামত বিবেচনা করার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, ২৪ ঘণ্টা হটলাইন, দূতাবাস অ্যাপস, অভিযোগবাক্স স্থাপন, এয়ারপোর্টে CCTV স্থাপনের মাধ্যমে সেবার মান উন্নীতকরণ ও হয়রানি বন্ধের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, তবে প্রবাসীদের সমস্যাগুলো মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ত্বরিতবেগে বিবেচনা করতে হবে। তিনি পত্রে আরো উল্লেখ করেন, ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটের ঘোষণা অনুযায়ী প্রবাসী বাংলাদেশিদের বৈধ চ্যানেলে প্রেরিত রেমিটেন্সের বিপরীতে ২ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে স্বাগতিক দেশ কিভাবে সহযোগিতা করতে পারে, তা পরীক্ষা করে সে অনুযায়ী সহযোগিতার ক্ষেত্র সৃষ্টি করার জন্যও নির্দেশনা দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি হলে একদিকে যেমন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা তার ফল উপভোগ করবে, একইসঙ্গে আমাদের দেশে কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনায় তাঁর কার্যালয়ের অধীনে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) গঠিত হয়েছে। দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে এ প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে তিনি আশা করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন, দেশের উন্নয়নের গতি ধরে রাখতে দক্ষ জনশক্তি গড়ার প্রথম এবং প্রধান পদক্ষেপ শিক্ষিত, উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং সামাজিকভাবে সচেতন তরুণ সমাজ গড়তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করছেন। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির অংশ হিসেবে সারাদেশে ৫,৮০০ ডিজিটাল সেন্টার তৈরির মাধ্যমে ৬০০ ধরনের সরকারি সেবা তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা আজ ৯ কোটির ওপরে। বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আজ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও যোগাযোগ এবং সম্প্রচার ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

#

তৌহিদুল/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/১৮৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯৫৪

**বিদ্যুৎ সচিব হিসেবে ড. সুলতান আহমেদের যোগদান**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

ড. সুলতান আহমেদ বিদ্যুৎ সচিব হিসেবে আজ বিদ্যুৎ বিভাগে যোগদান করেছেন।

ড. সুলতান আহমেদ ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার উত্তর মাদ্রাজ গ্রামে ১৯৬১ সনে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ১৯৮৬ ব্যাচের কর্মকর্তা ড. সুলতান আহমেদ ১৯৮৯ সালে সহকারী সচিব হিসেবে সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। তিনি কর্মজীবন শুরু করেন গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলার উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়; বরিশাল জেলা প্রশাসন; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়; পরিবেশ অধিদপ্তর; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং রাজউক-এ কাজ করে তিনি মাঠ ও নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে কর্ম অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

ড. সুলতান আহমেদ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক এবং ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকোত্তর করেন। পানি সম্পদ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর ভারতের আইআইটি রুরকি হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) হতে পানি সম্পদ উন্নয়নের ওপর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

তিনি South Asia Water (SAWA)ফেলো।

#

আসলাম/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/১৭৫৫ ঘণ্টা

      (মীর মোহাম্মদ আসলাম উদ্দিন)

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯৫৩

**বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রীর রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিদর্শন**

রূপপুর (পাবনা), ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান আজ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের এলাকা এবং বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন করেন। প্রকল্পের পরিচালক ড. শৌকত আকবর এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে মন্ত্রী বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু-কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আর এটি সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগ্রহ, উদ্যোগ, সাহস এবং দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে।

মন্ত্রী আরো বলেন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে নিরাপত্তার ওপর সর্বোচ্চ জোর দেয়া হচ্ছে। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আইএইএ) এর সকল সেফটির মানদন্ড ও গাইডলাইন এবং বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে। এছাড়াও রাশান ফেডারেশন, আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা-সহ আন্তর্জাতিক স্থানীয় ও নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে সকল রেগুলেটরি ডকুমেন্টের কারিগরি মূল্যায়ন পর্যালোচনা করে বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ এ প্রকল্পের মাধ্যমে পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দেশসমূহের ক্লাবে প্রবেশ করেছে। এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ হচ্ছে।

উল্লেখ্য, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১ম ইউনিটের ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ২০২৩ সালে এবং ২য় ইউনিটের ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ২০২৪ সালে জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিডে সংযুক্ত হবে।

#

বিবেকানন্দ/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/১৭৩৫ ঘণ্টা

Handout Number : 4952

**Masud Bin Momen appointed next Foreign Secretary**

Dhaka, December 31:

The Government has decided to appoint Masud Bin Momen as the next Foreign Secretary of Bangladesh. He succeeds Md. Shahidul Haque who retired yesterday.

Mr. Masud is a career foreign service officer belonging to the 1985 batch of Bangladesh Civil Service (BCS). During his distinguished diplomatic career, he served in stations like New York, Islamabad, New Delhi and Kathmandu in various capacities. Before becoming Foreign Secretary, he also served as Ambassador of Bangladesh to Italy and Japan and as Permanent Representative to the United Nations, New York.

Masud Bin Momen obtained his MA in International Relations from Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Boston, USA. He also obtained his Honors and Masters degree in Economics with distinction from the University of Dhaka.

He is married and blessed with two children.

#

Khadiza/Mahmud/Sanjib/Salim/2019/17.30 Hrs.

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৯৫১

**একনেকে ৪ হাজার ৪৬১ কোটি টাকার ৭টি প্রকল্প অনুমোদন**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহি কমিটি (একনেক) প্রায় ৪ হাজার ৪৬০ কোটি ৫৪ লাখ টাকা ব্যয়ের ৭টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক-এর চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে আজ শেরে বাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক-এর সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ হলো: সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের ‘সীমান্ত সড়ক নির্মাণ: ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা জেলা অংশ (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্প; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ২টি প্রকল্প যথাক্রমে ‘মাতুয়াইল স্যানিটারি ল্যান্ডফিল সম্প্রসারণসহ ভূমি উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্প; ‘রাজশাহী মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূরীকরণার্থে নর্দমা নির্মাণ, ৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্প; নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ‘মোংলা বন্দরের জন্য সহায়ক জলযান সংগ্রহ’ প্রকল্প; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ‘প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা জোরদারকরণ’ প্রকল্প; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ‘পাওয়ার গ্রিড নেটওয়ার্ক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট আন্ডার পিজিসিবি (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্প এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ‘সিলেট, লালমনিরহাট এবং বরিশাল ইনস্টিটিউট অভ্ লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি স্থাপন’ প্রকল্প।

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল; পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম, শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক, বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন এবং ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীবর্গ সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সচিব এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহেদুর/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/শামীম/২০১৯/১৫৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯৫০

**শাইখুল হাদিস আল্লামা আশরাফ আলীর মৃত্যুতে ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

শাইখুল হাদিস আল্লামা আশরাফ আলী-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ।

আজ এক শোকবার্তায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, মাওলানা আশরাফ আলী ছিলেন দেশের বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, হাদিস শাস্ত্রের পন্ডিত, বয়োজ্যেষ্ঠ আলেম ও অসংখ্য দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক। কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতিসহ কওমি শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে মরহুমের বিশেষ অবদানের কথা উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, দীনি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে মরহুমের বিশেষ অবদানের কথা জাতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে। তিনি মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তোপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, দেশের প্রখ্যাত আলেমে-দ্বীন আল্লামা আশরাফ আলী গতকাল রাতে রাজধানী ঢাকার আজগর আলী হাসপাতালে হৃদরোগজনিত অসুস্থতায় ইন্তেকাল করেন।

#

আনোয়ার/অনসূয়া/জসীম/*আসমা/২০১৯/১২৪০ ঘণ্টা*

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 4949

**Prime Minister’s message on the Dhaka International Trade Fair**

Dhaka, 31 December :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of Dhaka International Trade Fair (DITF)-2020 :

"I am happy to know that Ministry of Commerce and Export Promotion Bureau have jointly organized the month-long 25th 'Dhaka International Trade Fair (DITF)-2020'.

Dhaka International Trade Fair is a great platform for bridging ties among exporters, importers and entrepreneurs and exchanging of their experiences. The fair plays an important role in displaying domestic and foreign goods, exploring the export market and connecting with domestic and foreign buyers. By participating in the fair, industrial and consumer producers can display and market their products, show quality, design and packaging of the products in one hand, while on the other hand they have the opportunity to expand their domestic and international trade by establishing connection.

I think the Dhaka International Trade Fair will generate huge interest and enthusiasm among the domestic and foreign participants, which I believe will play a direct role in bringing diversification of products of the country. It also plays a key role in product identification and marketing as well as making trade negotiation successful in international forum.

Our export earnings in the 2005-2006 Fiscal Year were US$ 10.5 billion which reached to US$ 46.87 billion in the 2018-1019 Fiscal Year. Our export earnings have been targeted at US$ 60 billion in 2021, the golden jubilee year of our Independence. I believe that the Dhaka International Trade Fair will play an important role in attracting domestic and foreign investment in the development perspective of the country.

I wish Dhaka International Trade Fair-2020 a grand success.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Asraf/Anasuya/Zashim/Rezzakul/Asma/2019/1140 hours

Not to publish before 5 PM

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 4948

**President's message on the Dhaka International Trade Fair**

Dhaka, 31 December:

President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the Dhaka International Trade Fair 2020:

"I am very pleased to know that the 25th Dhaka International Trade Fair-2020 (DITF-2020) is going to be held under the auspices of the Ministry of Commerce and Export Promotion Bureau. On this occasion, I extend my sincere greetings and congratulations to all the participants including local and international companies, exporters, importers and organizers as well.

Specific Action Plan has been taken with a view to turning Bangladesh into a middle income country by the year 2021 and a developed one by 2041. In order to achieve this goal, a multi-pronged programme is being implemented to increase trade and investment. 100 Economic Zones are being established to encourage private investment. Hi-Tech Park is being set up throughout the country to promote technology**-**based industry. I think that the Dhaka International Trade Fair would be able to play an important role in implementing this multi-faceted economic plan and rapid development of the economy.

DITF has been recognized as a popular annual fair due to large collection and diversity of products and participation of entrepreneurs from home and abroad. The trade fair creates bond among manufacturers, dealers, marketers, exporters and importers that has a direct role in generating domestic and foreign investment and product diversification. However, it is important to keep in mind that trade fairs do not become a mere shopping center. I hope that this year’s Dhaka International Trade Fair will be more vibrant and festive with mass participation.

I wish ‘Dhaka International Trade Fair 2020’ a grand success.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever."

#

Hasan/Anasuya/Rezzakul/Shamim/2019/1213 hours

Not to publish before 5 PM

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৯৪৭

**ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২০ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর যৌথ উদ্যোগে মাসব্যাপী ২৫তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২০ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা উৎপাদক, রপ্তানিকারক, আমদানিকারক ও উদ্যোক্তাগণের সেতুবন্ধনে এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ক্ষেত্রে একটি উত্তম প্ল্যাটফরম। দেশি-বিদেশি পণ্যসামগ্রী প্রদর্শন, রপ্তানি বাজার অনুসন্ধান এবং দেশি-বিদেশি ক্রেতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে এ মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিল্পপণ্য ও ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারীগণ একদিকে তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান, ডিজাইন, প্যাকেজিং ইত্যাদি প্রদর্শন ও বিপণন করতে পারেন, অন্যদিকে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনসহ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসারের সুযোগ লাভ করেন।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা দেশি-বিদেশি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে, যা দেশের পণ্য বহুমুখীকরণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। এছাড়া পণ্য পরিচিতিকরণ, বিপণন এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্যিক আলোচনা সফল করতেও এটি ভূমিকা রাখে।

২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে দেশের রপ্তানি খাতে আয় ছিল ১০.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে তা বেড়ে ৪৬.৮৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০২১ সালে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দেশের উন্নয়ন পরিক্রমায় ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা রপ্তানি বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২০ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আশরাফ/অনসূয়া/জসীম/*আসমা/২০১৯/১১৪০ ঘণ্টা*

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না**

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৯৪৬

**ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১ জানুয়ারি ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২০ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২০ (ডিআইটিফ-২০২০) আয়োজন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি মেলায় অংশগ্রহণকারী   
দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান, ক্রেতাসাধারণসহ আয়োজক কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য-আয়ের ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারসহ বিনিয়োগ বাড়াতে নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বেসরকারী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল। প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পের প্রসারে সারাদেশে স্থাপন করা হচ্ছে হাইটেক পার্ক। সরকারের এ সকল বহুমুখী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ও অর্থনীতির দ্রুত বিকাশে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমি মনে করি।

দেশি ও বিদেশি উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ ও বৈচিত্র্যময় পণ্য সম্ভারের কারণে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা একটি জনপ্রিয় বার্ষিক আয়োজন হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। বাণিজ্য মেলা পণ্য উৎপাদক, বিক্রেতা, বিপণনকারী, রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকদের মধ্যে একটি মেলবন্ধন তৈরি করে যা পণ্যের বহুমুখীকরণসহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। তবে বাণিজ্য মেলা যাতে কেবলমাত্র বিপণন কেন্দ্রে পরিণত না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। এবারের ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা উৎকৃষ্ট মানের পণ্যসম্ভার ও সেবা প্রদর্শনের মাধ্যমে আরো আকর্ষণীয় হবে - এ প্রত্যাশা করি।

আমি ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২০ এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/শামীম/২০১৯/১১৪৭ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না**

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৯৪৫

**খ্রিস্টীয় নববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ জানুয়ারি **খ্রিস্টীয় নববর্ষ** ২০২০ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“খ্রিস্টীয় নতুন বছর ২০২০ উপলক্ষে আমি দেশবাসী এবং প্রবাসী বাঙালিসহ বিশ্ববাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নতুনকে আবাহন করা মানুষের সহজাত ধর্ম। অতীতের সফলতা-ব্যর্থতার ওপর দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য এখন দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে যাওয়ার সময়। গত বছরের ভুলগুলো শুধরে নিয়ে আমাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

উন্নয়ন, সংবিধান ও গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের ‍চেতনায় সামনে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ২০১৯ ছিল একটি উল্লেখযোগ্য বছর। এ সময় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে।

অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিশ্বের ৫ টি দেশের মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ। পূর্ববর্তী বছরের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে গত অর্থবছরে আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.১৫ শতাংশ। দেশে দারিদ্র্যের হার ২০.৫ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে ১৯০৯ মার্কিন ডলারে। দেশের ৯৫ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। শিক্ষার হার ৭৩.৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায়। মানুষের গড় আয়ু বেড়ে ৭২ বছরের বেশি হয়েছে। আমরা জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও মাদক নির্মূলে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতে অব্যাহত রেখেছি। ঘুষ-দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করা হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্য পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে।

২০২০ বাঙালি জাতির জন্য একটি বিশেষ গৌরবময় বছর। এ বছরই উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। আমরা ২০২০ খ্রিস্টাব্দকে ‘মুজিব বর্ষ’ হিসেবে ঘোষণা করেছি। আগামী ১৭ই মার্চ জাতির পিতার জন্মদিনে বর্ণাঢ্য উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হবে বছরব্যাপী অনুষ্ঠানমালা। তাই নতুন বছরের অঙ্গীকার হোক মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের।

নতুন স্বপ্ন আর সম্ভাবনা নিয়ে যাত্রা শুরু হচ্ছে নতুন বছরের। নতুন বছর অর্জন আর প্রাচুর্যে, সৃষ্টি আর কল্যাণে ভরে উঠুক এবং সবার জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি-মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে এই প্রার্থনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/শামীম/২০১৯/১১৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না**

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৯৪৪

**খ্রিস্টীয় নববর্ষ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৬ পৌষ (৩১ ডিসেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১ জানুয়ারি **খ্রিস্টীয় নববর্ষ** ২০২০ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“খ্রিস্টীয় নববর্ষ ২০২০ উপলক্ষে আমি দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ।

অতীতকে পেছনে ফেলে সময়ের চিরায়ত আবর্তনে খ্রিস্টীয় নববর্ষ আমাদের মাঝে সমাগত। নতুনকে বরণ করা মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি। তাইতো নববর্ষকে বরণ করতে বিশ্বব্যাপী বর্ণাঢ্য নানা আয়োজন। খ্রিস্টীয় নববর্ষকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত গোটা দেশ। বাংলা নববর্ষ আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকলেও ব্যবহারিক জীবনে খ্রিস্টীয় বর্ষপঞ্জিকা বহুল ব্যবহৃত। খ্রিস্টাব্দ তাই জাতীয় জীবনে প্রাত্যাহিক জীবনযাত্রায় অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে।

২০২০ সাল আমাদের জাতীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সাড়ম্বরে উদযাপিত হবে। এ জন্য গোটা দেশবাসী উন্মুখ হয়ে আছে। নববর্ষ সকলের মাঝে জাগায় প্রাণের নতুন স্পন্দন, নতুন আশা, নতুন সম্ভাবনা। বিগত বছরের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা পেছনে ফেলে নতুন বছরে অমিত সম্ভাবনার পথে এগিয়ে যাক বাংলাদেশ-খ্রিস্টীয় নববর্ষে এ প্রত্যাশা করি।

খ্রিস্টীয় নববর্ষ ২০২০ সবার জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল আনন্দ ও কল্যাণ - এই কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/শামীম/২০১৯/১০২৭ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না